কী হয় বিদেশে প্রশিক্ষণের নামে

প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা অর্জন, পুকুর-খাল-কূপ খনন, গরুর প্রজনন, আলু ও ধান চাষ শেখা, লিফট দেখা- এ রকম নানা তুচ্ছ বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর নিয়ে সমালোচনা আছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। অহেতুক বিদেশ সফর না করতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা থাকলেও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দফতর ও অধিদফতর যেন তা ভুলেই গেছে। সর্বশেষ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে খিচুড়ি রান্না ও বিতরণ পদ্ধতি জানতে ১ হাজার কর্মকর্তাকে পর্যায়ক্রমে বিদেশ সফর করানোর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একটি প্রস্তাব নিয়ে সর্বত্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অধিদফতরের ওই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর পর তা জানাজানি হয়।

শুধু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরই নয়, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতর থেকে এ রকম আরও অনেক প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। এর কোনোটি অনুমোদন পেয়েছে, আবার কোনোটি বাতিল হয়েছে কিংবা সংশোধন করে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, রান্না শেখা, ধান ও আলু চাষ শেখা, লিফট দেখাসহ বিভিন্ন অজুহাতে কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ মূলত সরকারি অর্থের অপচয়। এ ধরনের অবাস্তব, পরিকল্পনাহীন চিন্তাভাবনা বাদ দেওয়া দরকার। তা না হলে কেবল অর্থের অপচয় হবে। জনগণের কোনো উপকার হবে না।

জানতে চাইলে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘প্রকল্পগুলো যখন পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য যায় কিংবা ক্ষেত্রবিশেষ একনেকে যায় তখনই এগুলো ভালো করে যাচাই-বাছাই করে দেখা উচিত।’ তিনি বলেন, ‘ক্ষেত্রবিশেষ কোনো কোনো প্রকল্পে বিদেশে প্রশিক্ষণ দরকার আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দরকার নেই। সে প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হবে। তবে এ প্রবণতা অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত।’

জানা গেছে, ১ হাজার সরকারি কর্মকর্তাকে স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদেশে পাঠানোর প্রস্তাব করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এতে পাঁচ বছরে ১ হাজার কর্মকর্তাকে বিদেশ পাঠানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কীভাবে খিচুড়ি রান্না করতে হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় সে

বিষয়ে তারা ধারণা নিতে পারবেন। তারা এ ধরনের প্রকল্পের জন্য বাজার থেকে কীভাবে দ্রব্যাদি কিনতে হয়, রান্নার নিয়ম ও তা বিতরণের উপায় সম্পর্কে ধারণা নেবেন। আর এ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, পরিকল্পনা কমিশন এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কর্মকর্তারা বিদেশ সফরের সুযোগ পাবেন। এজন্য প্রাথমিকভাবে ৫ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে প্রস্তাবে।

এর আগে গত বছরের আগস্টে পুকুর খনন শিখতে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) ‘ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৬ জন কর্মকর্তাকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর একটি প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে নেয়। ১৬ কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণ বাবদ বরাদ্দ ছিল ১ কোটি ২৮ লাখ টাকা। জনপ্রতি ৮ লাখ টাকা। কূপ খনন শিখতে অন্য আরেকটি প্রকল্পের আওতায় আরও ১৬ কর্মকর্তাকে ইউরোপ বা প্রশান্ত মহাসাগরীয় একটি দেশে পাঠানো হয়।

একইভাবে বাঁধ পুনরুদ্ধার, তীররক্ষা ও নদী-খাল খননের কৌশল শিখতে আমেরিকা-ইংল্যান্ড গিয়েছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের একটি দল। যাদের তিনজনই অবসরে গেছেন যথাক্রমে ২০ দিন, পাঁচ মাস ও এক বছরের মধ্যে। এর মধ্যে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবও ছিলেন।

এর আগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পে তেলজাতীয় ফসলের চাষ শিখতে ও মৌ পালনে প্রশিক্ষণ নিতে ৪০ কর্মকর্তাকে বিদেশে পাঠানো এবং ৩৬ কর্মকর্তাকে শিক্ষা সফরে পাঠানোর একটি প্রস্তাব যায় পরিকল্পনা কমিশনে। শেষ পর্যন্ত ওই প্রকল্পে বিদেশ সফরে কর্মকর্তাদের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়।

গরুর প্রজনন দেখতে সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরের একটি প্রস্তাব গত মাসে বাতিল করা হয় তীব্র সমালোচনার মুখে। গরুর প্রজননজ্ঞান অর্জনে এসব কর্মকর্তার চারটি দেশে যাওয়ার কথা ছিল। যেখানে সরকারের প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় হতো। একইভাবে ফল উৎপাদন শিখতে বিদেশ সফরের জন্যও একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায়। ‘ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে’ বিদেশ সফর এবং প্রশিক্ষণে ব্যয় ধরা হয়েছে ১০ কোটি ১০ লাখ টাকা।

গত বছর ডিসেম্বরে বোয়িংয়ের একটি বিমান ডেলিভারি আনতে মন্ত্রণালয় ও বিমানের ৪৫ কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলে গিয়েছিলেন। এর আগে একটি ক্যামেরা কিনতে তিনজনের বিদেশ যাওয়ার ঘটনায়ও সমালোচনা হয়েছিল।

এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে নতুন সড়ক নির্মাণের প্রশিক্ষণ নিতে, দেশের সব কারাগারে স্বজন লিংক স্থাপনে অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা ও আর্জেন্টিনা সফর, আলু চাষ দেখতে ইউরোপ, লিফট দেখতে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আট শিক্ষক ও কর্মকর্তার সুইজারল্যান্ড ও স্পেন এবং ফ্ল্যাট দেখতে থাইল্যান্ড-সিঙ্গাপুর যাওয়ার খবর সংবাদমাধ্যমে এসছে। এ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। সরকার হয়েছে বিব্রত।

প্রকল্প করে প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতার নামে বিদেশ ভ্রমণের বিষয়ে জানতে চাইলে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)- এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘প্রকল্প বাস্তবায়ন দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণকে সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের উপায় হিসেবে দেখা হয়। এটিই এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব প্রশিক্ষণের নামে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এমন অবাস্তব প্রস্তাব কোনোভাবেই গ্রহণ করা উচিত নয়। সরকারের উচিত হবে এটি বাতিল করা।

যারা এমন অবাস্তব প্রস্তাব দেয় তাদের জবাবদিহির আওতায় আনা।’ তিনি বলেন, ‘প্রকল্প বাস্তবায়নে যদি সত্যিকার অর্থে জ্ঞানের ঘাটতি থাকে তবে সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। তবে এটি বাস্তবসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যাদের প্রশিক্ষণে পাঠানো হবে তারা যেন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাদের বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠানো হয় তারা প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে না। অথবা অনেকের প্রশিক্ষণ থেকে ফিরে আসার পর বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকে না।’

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, ‘সম্প্রতি এমন অবাস্তব বেশ কিছু প্রশিক্ষণ প্রস্তাব পুরো দেশবাসীকে বিব্রত করেছে। অনিয়ম, দুর্নীতি কী ধরনের হয় তার প্রকারভেদ জানার জন্য বিশ্ববাসীকে বাংলাদেশে আসা উচিত বলে আমি মনে করি।’ তিনি আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে মিড ডে মিল কীভাবে তৈরি করতে হবে তার প্রশিক্ষণ নিতে কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বিদেশ যেতে হবে এটা হাস্যকর ও অবাস্তব প্রস্তাব। এটা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।’

পুরো ব্যবস্থাপনা দেখতেই প্রশিক্ষণ প্রস্তাব করা হয়েছে: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. আকরাম-আল-হোসেন গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, ‘খিচুড়ি রান্না শিখতে নয়, পুরো ব্যবস্থাপনা দেখতেই কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রস্তাব করা হয়েছে।’

সচিব বলেন, ‘প্রকল্পটি এখনো অনুমোদন হয়নি। পিইসি মিটিংয়ে আমাদের কাছে কিছু বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। আমরা জবাব দেব। জবাবে তারা সন্তুষ্ট হলে প্রস্তাবটি একনেকে উত্থাপন হবে।’ তিনি বলেন, ‘মন্ত্রিসভায় স্কুল ফিডিং পলিসি অনুমোদিত হয়েছে। এ পলিসির ভিত্তিতে ১৯ হাজার ২৯৬ কোটি টাকার একটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করেছি। ৬৫ হাজার ৬২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য মিড ডে মিল চালু করতে হবে।

কীভাবে ম্যানেজ করব? সে ম্যানেজমেন্ট দেখার জন্য আসলে যেসব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে সে ব্যবস্থা দেখার জন্য এবং দেশে-বিদেশে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য একটি কমপোনেন্ট রয়েছে সক্ষমতা অর্জনের জন্য। খিচুড়ি রান্না করার জন্য আমরা কোনো কর্মকর্তা বা আমরা বিদেশে যাচ্ছি না।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, খরচ ৪০ কোটি টাকা!

গরীব মানুষকে হাত ধোয়া শেখাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। আর তাতে খরচ হবে ৪০ কোটি টাকা। আবার পাঁচ বছরে মাত্র ৯ জনের বেতন ভাতা ৩ কোটি টাকা, আছে বিদেশ ভ্রমণ, সেখানেও লাগবে ৫ কোটি টাকা। এমনই হরিলুটের আয়োজন ‘গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি’ প্রকল্পের ডিপিপি’তে।প্রকল্পের ১ হাজার ৮৮৩ কোটি টাকার প্রায় পুরোটাই অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এমন অনিয়মে শুধু আর্থিক নয়, ক্ষতি হয় সুনামেরও। পরিকল্পনামন্ত্রী মনে করেন, প্রচলিত আইনি কাঠামোর ফাঁক গলেই রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে অনিয়মে অভিযুক্তরা।

দেশের বাজারে ভালো মানের হাত ধোয়ার একটি বেসিনের সর্বোচ্চ মূল্য ৬ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা, পানির পাম্পসহ যার সর্বোচ্চ খরচ ৩৫ হাজার টাকা। অথচ পাঁচ ইঞ্চি ইটের গাঁথুনিতে সাড়ে তিন ফুট লম্বা একটি স্টেশন তৈরিতে ২ লাখ টাকারও বেশি অর্থের প্রস্তাব করেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

পানির পাম্পসহ এরকম ১ হাজার ৪২৫টি স্টেশন তৈরির খরচ সাড়ে ২৮ কোটি টাকা। ডিপিপিতে আচরণ পরিবর্তন আর হাত ধোয়া শেখাতে চাওয়া হয়েছে প্রায় ৪০ কোটি টাকা। পরামর্শকদের পেছনে ২৭ কোটি টাকা, আবার নিজেদের সক্ষমতা বাড়াতে অধিদপ্তর ব্যয় করবে ৭ কোটি টাকা।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প পরিচালক আনোয়ার ইউসুফ বলেন, এজন্যই তো প্ল্যানিং কমিশন আছে, একনেক আছে। আমি যেটা দিলাম সেটাই তো পাস হয়ে যাবে না। অনেক কিছু মিলিয়েই কিন্তু টাকাটা।

বিদেশি অর্থায়ন হওয়ায়, এ ধরনের প্রকল্পে অনিয়মের আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে ঝুঁকিতে পড়ে রাষ্ট্রের সম্মানও, এমন মত অর্থনীতিবিদদের।

বিশ্বব্যাংক সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, নিয়ন্ত্রণে যদি ঘাটতি থাকে, তাহলে বিশ্বব্যাংক এসে এগুলো ঠিক করে দেবে, এটা আসলে বাস্তবসম্মত না।

যদিও, মন্দের ভালো হিসেবে, গত ১৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় ব্যয়ের প্রস্তাবনা নিয়ে আপত্তি তুলে তা ফেরত পাঠিয়ে প্রায় সব খাতে খরচ অর্ধেকে নামাতে বলেছে পরিকল্পনা কমিশন।

প্রকল্পে দুর্নীতি বন্ধে আইনী জটিলতায় হতাশা প্রকাশ করলেন পরিকল্পনামন্ত্রী।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বিধি-বিধান কিন্তু আছে। আপ্লিকেশন প্রায় হয়ই না, এড়িয়ে যায়। আমরা স্বীকার করি এগুলো সহজেই হবে না, সময় লাগবে।

মাস কয়েক আগে সারাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকার একই ধরনের একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে একনেক।

শুধু গোপালগঞ্জের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিতে আলাদা একটি প্রকল্প প্রস্তাব রয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সংকট নিরসনে সমুদ্রপথে আসছে পিয়াজ

ভারত বাংলাদেশে পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করার পর পিয়াজের বাজারে এক অস্তিরতা বিরাজ করছে। গতকাল সকাল থেকে প্রায় দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে পিয়াজ। খুচরা বাজারে পিয়াজ ৯০-১০০ টাকায় বিক্রি হলেও পাড়া-মহল্লায় সেটা ১১০-১২০ টাকা।

অথচ সোমবার দেশি পিয়াজের কেজি ছিল ৬০ থেকে ৬৫ টাকা এবং আমদানি করা পিয়াজের কেজি ছিল ৫০ থেকে ৫৫ টাকা।

পিয়াজের বাড়তি দামে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রেতা ও বিক্রেতারা। ক্রেতাদের অভিযোগ, বাজারে পিয়াজের সংকট না থাকলেও ইচ্ছে করেই দাম বাড়ানো হয়েছে। তবে বিক্রেতাদের দাবি, বাজারে পিয়াজের সংকটে দাম বেড়েছে।

এদিকে দেশে পিয়াজের বাজারে সরবরাহ সংকটের বিষয়টি আঁচ করতে পেরে সেপ্টেম্বর শুরু থেকেই মিসর, চীন, তুরস্ক, মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে পিয়াজ আমদানি করছেন ব্যবসায়ীরা।

এ জন্য সরকারের কৃষি বিভাগের উদ্ভিদ সংগনিরোধ বা কোয়ারেন্টিন দপ্তর থেকে গত সোমবার পর্যন্ত ৯ হাজার টন পিয়াজ আমদানির অনুমতি (আইপি) সনদ নিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার এক দিনেই আরো ১০ হাজার ৭৪২ টন আমদানির অনুমতি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসছে মিয়ানমার ও পাকিস্তান থেকে। আর সব পিয়াজের চালান দেশে আসবে সমুদ্রপথে।

চট্টগ্রাম থেকে সবচেয়ে বেশি ৩ হাজার টন পিয়াজ আমদানির অনুমতি নেওয়া ট্রেড ইমপেক্সের ফারুক আহমদ বলেন, ‘অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে

আমি চালানটি আনার চেষ্টা করছি। অনুমতি নেওয়ার এক দিন পর ব্যাংক থেকে ঋণপত্র খুলেছি। জাহাজীকরণের পর চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাতে ১৪ দিন লাগবে। পাকিস্তান ও চীন দুই দেশ থেকেই বিভিন্ন চালানে পিয়াজ আসবে। জাহাজে তোলার পর বলতে পারব কখন চালানটি দেশে পৌঁছাবে।’

গত বছরও ভারত হুট করে পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণা করেছিল। এতে বাংলাদেশে পিয়াজের দাম বেড়েছিল হু হু করে। সেসময় খুচরা বাজারে রেকর্ড ৩০০ টাকা কেজি দরে পিয়াজ বিক্রি হয়েছে। এবার পিয়াজ রপ্তানি বন্ধ ঘোষণার পরপরই দেশের খুচরা বাজারে দাম বাড়তে শুরু করেছে।

টঙ্গীর স্টিল কারখানার দগ্ধ আরেক শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুরের টঙ্গীতে স্টিল কারখানায় উত্তপ্ত তরল লোহা ছিটকে দগ্ধ পাঁচ শ্রমিকের মধ্যে আরও একজন মারা গেছেন। এ নিয়ে ওই দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হলো।

সোমবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই শ্রমিক মারা যান।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটের সমন্বয়ক সামন্ত লাল সেন। তিনি জানান, মারা যাওয়া শ্রমিকের নাম রিপন চন্দ্র মোহন্ত (৩০)। প্রায় ৫০ শতাংশ পোড়া নিয়ে তিনি মারা যান। আইসিইউতে থাকা বাকি দুজন- মোজাম্মেল হক (২২), নিলয় চন্দ্র বর্মণের (২৪) অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

এর আগে শনিবার সকালে দুলাল শেখ (৪৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। দগ্ধ পাঁচজনের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।
শুক্রবার ভোরে টঙ্গীর মিলগেট এলাকার এসএস স্টিল লিমিটেড

কারখানায় উত্তপ্ত তরল লোহা গলানোর সময় স্ফুলিঙ্গ ছিটকে দুলাল, রিপন, মোজাম্মেল, নিলয় ও আজহারুল নামে পাঁচ শ্রমিক দগ্ধ হন।

তাদের উদ্ধার করে প্রথমে টঙ্গী শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল এবং পরে শেখ হাসিনা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউটে ভর্তি করা হয়। সুত্র-যুগান্তর

পৌর নির্বাচনে এককভাবে প্রার্থী চূড়ান্ত করবে বিএনপি

করোনাভাইরাসের মহামারীর মধ্যেই শুরু হচ্ছে তৃণমূলে নির্বাচনী হাওয়া। আগামী ডিসেম্বরে দুই শতাধিক পৌরসভায় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকারসহ সব নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি।

জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী চূড়ান্ত করবে দলটি। এক্ষেত্রে ২০ দলীয় জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মতামত নেয়ার সম্ভাবনা কম।

তবে ভোটের মাঠে জোটগতভাবে অংশ নেবে দলটি। ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে সক্রিয়ভাবে কাজ করবে জোট ও ফ্রন্টের নেতারা।

এদিকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেয়ার ঘোষণার পর বিএনপির তৃণমূলে চাঙ্গাভাব সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভাব্য প্রার্থীদের অনেকেই মাঠে নেমে পড়েছেন। করোনাভাইরাস উপেক্ষা করে দলীয় নেতাকর্মী ও স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় শুরু করেছেন তারা।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ নানা উপায়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। দলীয় মনোনয়ন পেতে অনেকে কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগাযোগ শুরু করেছেন। কেন্দ্রীয়ভাবেও নির্বাচনের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছে।

সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে যারা ত্যাগী, তাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে।

বিএনপির নীতিনির্ধারকরা বলেন, দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আস্থা নেই। নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে সরকার ও নির্বাচন কমিশন নষ্ট করে দিয়েছে।

তাদের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আগামী নির্বাচনেও অতীতের মতো কারচুপি হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। এমন আশঙ্কার পরও নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সরকার ও নির্বাচন কমিশন কতটা নিচে নামতে পারে, তা জাতি দেখুক। এর পাশাপাশি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যেও একটা চাঙ্গাভাব তৈরি হবে। সাংগঠনিকভাবে দলে গতি আসবে। সবকিছু বিবেচনা করেই নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, গণতান্ত্রিক দল হিসেবে আমরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তবে সেটা দলীয় না জোটগতভাবে করব, সেই সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদের পাঁচটি আসনের উপনির্বাচনে আমরা দলীয়ভাবে অংশ নিচ্ছি। দলীয়ভাবে অংশ নিলেও ভোটের মাঠে জোট ও ফ্রন্টের শরিকদের যতটুকু সামর্থ্য আছে, তা নিয়ে তারা আমাদের প্রার্থীর পক্ষে মাঠে নামবে বলে আশা করি। সেজন্যই তো জোট ও ফ্রন্ট গঠন করা হয়েছে।

গত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটগতভাবে অংশ নেয় বিএনপি। ২০ দলীয় জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করে ভোটে অংশ নেয় দলটি। ওই নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের ভরাডুবি হয়।

নির্বাচনের পর থেকে জোট ও ফ্রন্টের মধ্যে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। বিএনপি জোট ও ফ্রন্টের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার চেয়ে নিজ দলের দিকে বেশি নজর দেয়। সাংগঠনিকভাবে দলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেয়া হয়।

শুধু তা-ই নয়, এককভাবে নির্বাচনেও অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দলটি। দলীয়ভাবে দেয়া হয় প্রার্থী। ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনসহ উপনির্বাচনে এককভাবে প্রার্থী দেয়া হয়।

সর্বশেষ পাঁচটি সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনেও দলীয়ভাবে প্রার্থী চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় দলটি। ইতোমধ্যে পাবনা-৪ আসনের দলীয় প্রার্থীর নামও ঘোষণা করা হয়েছে।

বাকি চারটি আসনের সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারও নেয়া হয়েছে। এসব আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করার আগে জোট ও ফ্রন্টের নেতাদের মতামতও নেয়া হয়নি। সূত্র জানায়, আগামী দিনে পৌরসভা নির্বাচনেও এই ধারা অব্যাহত রাখবে দলটি।

দলীয়ভাবে পৌরসভাগুলোয় ধানের শীষের প্রার্থী দেয়া হবে। বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে জোট ও ফ্রন্টের নেতাদের ভোটের মাঠে নামানোর চেষ্টা করবেন বিএনপির নীতিনির্ধারকরা। অতীতের নির্বাচনগুলোয়ও তাই হয়েছে।

বিএনপি এককভাবে প্রার্থী দিলেও শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষে মাঠে নেমেছে জোটের শরিকরা। স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও এর ব্যত্যয় হবে না বলে মনে করছে বিএনপি।

জানা গেছে, জোট ও ফ্রন্টের নেতারাও এসব নির্বাচন নিয়ে ততটা আগ্রহী নয়। তাছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে তাদের তেমন যোগ্য প্রার্থীও নেই। তাই জোটের প্রধান শরিক বিএনপি এককভাবে প্রার্থী দিলেও তাতে শরিকদের মৌন সমর্থন থাকবে।

এ নিয়ে তারা কোনো বাগড়া দেবে না। তবে কোথাও জোটের শক্তিশালী প্রার্থী নির্বাচন করতে আগ্রহী হলে সেখানে তাকে ছাড় দেয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে সেই প্রার্থীকে দেয়া হবে ধানের শীষের প্রতীক।

জানতে চাইলে ২০ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম যুগান্তরকে বলেন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিএনপি দলীয়ভাবে প্রার্থী ঘোষণা করলেও ভোটের মাঠে আমরা জোটগতভাবে থাকব।

ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে মেধা, শ্রম ব্যয় করব। তাকে বিজয়ী করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাব।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান যুগান্তরকে বলেন, আমাদের বরাবরই সিদ্ধান্ত ছিল নির্বাচনে অংশ নেয়ার। শুধু করোনার কারণে আমরা গত দুইটি উপনির্বাচনে (যশোর ও বগুড়া) যোগ দিয়েও পরবর্তী সময়ে প্রচারে যাইনি, সরে দাঁড়িয়েছি।

পৌরসভা নির্বাচনসহ স্থানীয় নির্বাচনগুলোয় অংশগ্রহণ করব। এসব নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী দেয়া হতে পারে। তবে কোথাও কোথাও জোটের শরিকদের শক্তিশালী প্রার্থী থাকলে সেখানে ছাড় দেয়া হতে পারে। প্রার্থী দলীয়ভাবে দেয়া হলেও ভোটের মাঠে জোটগতভাবে থাকব বলে আশা করি।

ডিসেম্বরে পৌর নির্বাচনের প্রস্তুতি ইসির: দেশের নির্বাচন উপযোগী দুই শতাধিক পৌরসভায় ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে কমিশন সচিবালয়কে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

কমিশনের ৬৮ ও ৬৭তম সভার কার্যবিবরণীতে এ নির্দেশনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর একদিনে সারা দেশে ভোট হলেও এবার একাধিক দিনে ভোটগ্রহণের চিন্তাভাবনা চলছে। সেক্ষেত্রে জানুয়ারিতেও নির্বাচন গড়াতে পারে।

পৌরসভাগুলোর তথ্য চেয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে ইসি। করোনাভাইরাস সংক্রমণ সত্ত্বেও পৌরসভা নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত রয়েছে কমিশনের।

অপরদিকে প্রায় সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত না হলেও আগামী মার্চের শেষ বা এপ্রিল থেকে ভোটগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির। এবারও কয়েক ধাপে ইউনিয়ন পরিষদে ভোটগ্রহণ হতে পারে। সুত্র-যুগান্তর

টাঙ্গাইলে স্কুলশিক্ষক ও তার স্ত্রী হত্যা: ৬ জনের ফাঁসির আদেশ

সম্পত্তির জন্য টাঙ্গাইলে অবসরপ্রাপ্ত প্রাইমারি স্কুলশিক্ষক অনিল কুমার দাস ও তার স্ত্রী কল্পনা রানীকে হত্যার অভিযোগে করা

মামলায় ৬ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল।

রোববার ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ১-এর বিচারক আবু জাফর মো. কামরুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করেন।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- অনিল কুমারের সৎ ভাই স্বপন কুমার দাস, জাহিদুল ইসলাম, ফরহাদ, মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া, মঞ্জুরুল ইসলাম ও শয়ান মিয়া। এদের মধ্যে ৫ জনকে দুবার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ভিকটিম অনিল কুমারের সৎ ভাই স্বপন কুমার দাসসহ অন্যান্য আসামির সঙ্গে যোগসাজশে পূর্বপরিকল্পিতভাবে সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য কৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। স্বপন কুমার দাসের সঙ্গী মাদকসেবী মনিরুজ্জামান, ফরহাদ, মঞ্জুরুল, জাহিদ ও শয়ান মিয়া অনিল কুমারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার তিনটি স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেয়ার পরিকল্পনা করেন।

২০১৭ সালের ২৬ জুলাই টাঙ্গাইলের রসুলপুরের বাসায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে অনিল কুমার দাস ও তার স্ত্রী কল্পনা রানীকে হত্যা করে। হত্যার পর তাদের লাশ বস্তায় ভরে বাসার বাথরুমের সেফটি ট্যাংকের ভেতর ফেলে রাখে। এর পর পুলিশ এসে তাদের লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় অনিল কুমারের ছেলে নির্মল কুমার দাস বাদী হয়ে টাঙ্গাইল সদর থানায় একটি মামলা করেন।

২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা স্বপন কুমারসহ ৬ জনকে আসামি করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। ২০১৯ সালের ৭ আগস্ট আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। মামলায় ৩৫ সাক্ষীর মধ্যে বিভিন্ন সময় ২৭ জন সাক্ষ্য দেন।

চার্জশিটভুক্ত আসামিরা হলেন- স্বপন কুমার দাস, জাহিদুল ইসলাম, ফরহাদ, মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া, মঞ্জুরুল ইসলাম ও শয়ান মিয়া।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বের পথে ডিজিটাল বাংলাদেশ

“চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ” শীর্ষক ওয়েবিনারে দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক ও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে অনলাইন ভিত্তিক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আগামীর বাংলাদেশ প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্বের মধ্যে অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখবে বলে মতামত প্রকাশ করেন আলোচকরা।

গতকাল শুক্রবার রাতে অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবুর সভাপতিত্বে ওয়েবিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার।

তিনি বলেন, আইসিটি ক্যাডারের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে এবং কম্পিউটার পেশাজীবীদের জন্য পৃথক ক্যাডার খোলার ব্যাপারে তিনি সর্বদা তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অব্যাহত রাখবেন।

এছাড়াও তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি হলো বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিবিদদের একটি প্রাচীনতম সংগঠন যার সহযোগিতার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত।

ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির জেনারেল সেক্রেটারী মোঃ তমিজ উদ্দীন আহমেদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মোঃ ছাদেকুল আরেফিন।

তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে দূর থেকে বহুদূর।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবংমাননীয় আইসিটি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

তিনি আরো বলেন ভবিষতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করতে হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির সভাপতি একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আইসিটি উপদেষ্টার কাছে তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নানামুখী সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

এছাড়াও মূল আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, অধ্যাপক ডঃ রামেশ্বর দেবনাথ ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রার কথা তুলে ধরেন।

অনান্যদের মধ্যে আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন, অধ্যাপক ডঃ নাসিম আখতার এবং অধ্যাপক ডঃ মোঃ শামসুল আরেফিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন, কাউন্সিলর মোঃ জারাফাত ইসলাম। ভার্চুয়াল সেমিনারে জুমের মাধ্যমে শতাধিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন।

অবশেষে আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে তালেবানের সম্মতি

আফগানিস্তানের তালেবান শেষ পর্যন্ত সেদেশের যুদ্ধ ও সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে কাবুল সরকারের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে নিজের সম্মতির কথা ঘোষণা করেছে।

জানা গেছে, কাতারে তালেবানের রাজনৈতিক দফতরের মুখপাত্র মোহাম্মাদ নাঈম ওয়ারদাক তাদের এ প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করেছেন।

তিনি বলেছেন, কাতারে অর্জিত সমঝোতা অনুযায়ী আফগান-আফগান আলোচনা শুরু করতে তালেবান প্রস্তুত রয়েছে। ওয়ারদাক জানান, আফগানিস্তানের জাতীয় স্বার্থ ও ইসলামি মূল্যবোধ রক্ষা করার লক্ষ্যে তালেবান সারাদেশে শান্তি ও প্রকৃত ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

আফগানিস্তানের দ্বিতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট সুরুর দানিশ বৃহস্পতিবার এ সম্পর্কে বলেছেন, আফগান-আফগান আলোচনার পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে কাবুল সরকার; কাজেই সরকার আশা করছে তালেবান যতশীঘ্র সম্ভব আলোচনার টেবিলে ফিরে আসবে।

এদিকে আফগানিস্তানের গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, আফগান সরকারের পক্ষ থেকে তালেবানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল আজ শুক্রবার কাতার যাবে।

তালেবান গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন সরকারের সঙ্গে আলোচনা করলেও কাবুল সরকারর সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল। আফগান কারাগারে আটক সকল তালেবান বন্দিকে মুক্ত করা ছিল আলোচনায় বসতে তাদের অন্যতম শর্ত। সম্প্রতি হাজার হাজার তালেবান বন্দিকে মুক্তি দিয়ে আফগান সরকার তালেবানের সে শর্ত পূরণ করেছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জ্বলছে ক্যালিফোর্নিয়ার বনাঞ্চল, মৃত ১১

আমাজনের দাবানলের স্মৃতি ফেরাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া। একদিনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ২৫ মাইল সবুজ অরণ্য। পুড়েছে বাড়িঘরও। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১।

জানা গেছে, বজ্রবিদ্যুৎ থেকে দাবানলের সূত্রপাত। গত তিন সপ্তাহ ধরেই জ্বলছে বনভূমি। পুড়ছে বাড়িঘর। নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না আগুন। উল্টে ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে দ্রুত ছড়াচ্ছে দাবানল। যার জেরে গতকাল বুধবার নতুন করে প্রাণ গেছে তিনজনের। সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম উষ্ণ এলাকা হওয়ায় আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। আশেপাশের প্রায় ২ লাখ মানুষকে নিরাপদে

সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও স্বস্তি নেই। দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ১২ হাজার দমকল কর্মী। শুকনো পাতাঘেরা জঙ্গল আগুন ছড়িয়ে পড়ার পক্ষে একেবারে আদর্শ পরিবেশ। তাতেই বিপদ দ্বিগুণ হয়েছে।

টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো, সান ফ্রান্সিসকোসহ একাধিক জায়গা থেকে দমকল কর্মী এবং ইঞ্জিন এনেও তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। পাশাপাশি এই দাবানলের কারণে ক্যালিফোর্নিয়ার তাপমাত্রার পারদ চড়েছে অনেকটাই। তার নেপথ্যে যে এই দাবানল, তা বোঝা গেছে পরে।

গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলসের বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানল। কত প্রাণী যে তাতে ঝলসে গেছে, তা এখনও হিসাব করা যায়নি। তার আগে বিশ্ববাসীর মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল আমাজনের দাবানল। সেই স্মৃতিই উসকে দিচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার দাবানল।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

স্পিডবোটে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, তাড়া খেয়ে ফিরল ৪০ চীনা সেনা

পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চরম উত্তেজনার মধ্যে আরও একবার ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করল চীনের পিপল’স লিবারেশ আর্মি, পিএলএ। গত মঙ্গলবার, ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে, আবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে চীনা সেনা। সূত্রের খবর, প্যাংগং লেকের পশ্চিম তীর দিয়ে মঙ্গলবার একাধিক স্পিডবোট চেপে চীনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু, তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। লেকে ভারতীয় বাহিনীর সজাগ পাহারায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে গত সোমবার চীনা সেনার ২৫-৩০ জনের একটি দল চুশূলের মুখেরপরি পাহাড় দখলের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সেদিনও পারেনি। ভারতীয় বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে

পড়ে ফিরে যায়।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার পূর্ব লাদাখের ফিংগার-চার অতিক্রম করে চীনাসেনার একটি দল ভারতীয় ভূখণ্ডের আরও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা। দুটি স্পিডবোট ৪০ চীনা সেনা ফিংগার তিনেকর দিকে এগোতে থাকে। গত মে মাস থেকে ফিংগার-ফোর দখল করে রেখেছে চীন। সেখানে লালফৌজের শিবিরও তৈরি হয়েছে। ফিংগার-তিনে মোতায়েন থাকা ভারতীয় সেনার নজর উপেক্ষা করে এবার আর এগোতে পারেনি চীনা সেনার ৪০ জনের ওই দলটি। ভারত সতর্ক করলে, স্পিডবোট মুখ ঘুরিয়ে ফিংগার চারে ফিরে যায় চীনা সেনা।
২৯ ও ৩০ অগস্ট রেচিন লা ও রেজাং লা’র দখল নিতে সমর্থ হয় ভারতীয় সেনা। এই দুই অঞ্চল থেকে চীনের মল্ডো ক্যানটনমেন্টের উপর নজর রাখতে পারবে ভারতীয় সেনা। কৌশলগত গুরুত্বের কথা ভেবে চীনা সেনা চেষ্টা করবে এই শিখর দু’টি পুনর্দখল করার।

ভারতীয় সেনা বাহিনীও চুপচাপ বসে নেই। চীনা সেনা যেসমস্ত এলাকা দিয়ে বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে, সেখানে ভারতও ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান তৈরি রেখেছে। যে কোনও ধরনের চীনা আগ্রাসনের জবাব দিতে ভারত তৈরি। চীনের পক্ষ থেকে সামান্যতম উস্কানির চেষ্টা হলে, ভারতীয় সেনা ছেড়ে কথা বলবে না। চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে রাজনাথ সিং সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গলওয়ানের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে, এ বার আর ভারত ছেড়ে কথা বলবে না।

বুধবার থেকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করে উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালছে চীন। সরকারি সূত্রে খবর, প্যাংগং লেকের উত্তরে, ফিংগার অঞ্চলে নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করেছে চীন। এর মধ্যে সংঘাতে প্ররোচনা রয়েছে বলেই মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় সেনাও অবগত। পিপল’স লিবারেশন আর্মির কার্যকলাপের দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রত্যাঘাত করতে পিছপা হবে না ভারতীয় সেনা। পরিস্থিতি যদি সেদিকে এগোয়, ভারতকে প্রত্যাঘাত করতেই হবে, জানাচ্ছে সরকারি ওই সূত্র।

সূত্র : এই সময়।